38870 - মীকাতরে আগে তার হায়যে শুরু হওয়ায় তনিি জদ্দো চলে গয়িছেনে, পরবর্তীতে তনিি উমরা করতে চাইলনে; সক্ষেত্রে তনিি কোথায় থকেে ইহরাম বাঁধবনে?

প্রশ্ন

পর সমাচার: জনকৈ নারী ইয়মেনে থকেে উমরার নয়িতে এসছেনে। মীকাতে পৌঁছার আগইে তার হায়যেরে রক্ত দখো দয়ে। তখন তনিি জদ্দোতে চলে যান এবং সখোনে গয়িে এক সপ্তাহ থাকনে। এখন তনিি উমরা করতে চান। এমতাবস্থায় তনিি কি জদ্দো থকেে উমরা করবনে; নাকি ইয়ালামলাম মীকাতে গয়িে সখোন থকেে ইহরাম করবনে?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

জনেে রাখা উচতি য,ে ইহরাম করার জন্য পবত্রিতা শর্ত নয়। তাই হায়যেগ্রস্ত নারী উমরা বা হজ্জরে ইহরাম করতে পারনে। একজন হাজীসাহবে যা যা করনে তনিওি তা তা করবনে; কবেল বায়তুল্লাহ্কে তাওয়াফ করা ছাড়া। যহেতেু আয়শিা (রাঃ) এর হাদসিে এসছেে য,ে তনিি বলনে: ‘আসমা বনিতে উমাইস (রাঃ) আল-শাজারা নামক স্থানে মুহাম্মদ বনি আবু বকর (রাঃ) এর জন্ম দয়োর মাধ্যমে নফিাসগ্রস্ত হয়ছেনে। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকর (রাঃ) কে নর্দিশে দনে যাতে করে তাকে নর্দিশে দয়ে: গোসল করার ও ইহরাম বাঁধার।’[সহহি মুসলমি (১২০৯)] হায়যেগ্রস্ত ও নফিাসগ্রস্ত উভয়রে হুকুম এক।

তাছাড়া আয়শিা (রাঃ) এর যখন হায়যে শুরু হয়ছেলি তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে নর্দিশে দনে একজন হাজী যা যা করে তা তা করার; কবেল বায়তুল্লাহ্কে তাওয়াফ করা ছাড়া।[সহহি বুখারী (১৫১৬)]

উল্লখেতি নারী যদি হায়যে শুরু হওয়ায় উমরার নয়িত পরবির্তন করে ফলেনে এবং এমতাবস্থায় মীকাত অতক্রিম করনে য,ে তনিি উমরার কাজ শুরুর নয়িত করছনে না। যখন তনিি জদ্দোতে এলনে তখন উমরা করার ইচ্ছা জাগল; তাহলে এতে তার উপর কোন কছিু বর্তাবে না। তনিি জদ্দোয় তার অবস্থানস্থল থকেে ইহরাম করবনে। যহেতেু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: “যে ব্যক্তি এর ভতেরে আছনে তনিি যখোন থকেে নয়িত করছেনে সখোন থকেে ইহরাম করবনে”।[সহহি বুখারী (১৫২৪) ও সহহি মুসলমি (১১৮১)] অর্থাৎ য ে ব্যক্তি মীকাতগুলোর ভতেরে অবস্থান করনে তনিি তার অবস্থানস্থল থকেে ইহরাম করবনে।

আর যদি মীকাত অতক্রিমরে মূহূর্তে এ নারীর উমরা করার নয়িত থাক,ে কন্তিু তনিি সখোন থকেে ইহরাম না করনে; তাহলে

তার উপর আবশ্যক হলো মীকাতে ফিরে সেখান থেকে ইহরাম করা। যদি তিনি সেটি না করেন এবং জেদ্দা থেকে ইমরাম করেন তাহলে তার উপর পশু জবাই করা আবশ্যক। যে পশুটি মক্কাতে জবাই করা হবে এবং এর গোশত হারাম এলাকার গরীব ও মিসকীনদের মধ্যে বণ্টন করে দিতে হবে।

ইবনে কুদামা (রহঃ) বলেন: মোটকথা হলো: যে ব্যক্তির হজ্জ বা উমরার ইচ্ছা থাকা অবস্থায় তিনি ইহরাম ছাড়া মীকাত অতিক্রম করেন তার উপর আবশ্যক মীকাতে ফিরে গিয়ে সেখান থেকে ইহরাম বাঁধা; যদি সেটা সম্ভব হয়। চাই তিনি জেনেশুনে মীকাত অতিক্রম করে থাকেন কিংবা না-জেনে মীকাত অতিক্রম করে থাকেন। এটি যে, হারাম তা তিনি জেনে থাকুন কিংবা না-জেনে থাকুন। যদি তিনি মীকাতে ফেরত গিয়ে সেখান থেকে ইহরাম বাঁধেন তাহলে তার উপর কোন কিছু বর্তাবে না। এ ব্যাপারে আমরা কোন মতভেদ জানি না। এটি জাবের বিন যায়েদ, হাসান, সাঈদ বিন যুবাইর, ছাওরী, শাফেয়ি ও অন্যান্যদের অভিমত। কেননা সেই ব্যক্তিকে যে মীকাত থেকে ইহরাম করার আদেশ দেয়া হয়েছে তিনি সেখান থেকেই ইহরাম করেছেন। তাই তার উপর কোন কিছু বর্তাবে না; যেমনিভাবে কোন কিছু বর্তাবে না যদি তিনি মীকাত অতিক্রম না করেন। আর যদি মীকাতের ভেতর থেকে ইহরাম করেন তাহলে দম (পশু জবাই) দেয়া তার উপর আবশ্যক হবে।[আল-মুগনী ৩/১১৫) সমাপ্ত]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।